জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

Funded by the European Union

Global Gateway

বাংলাদেশে সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা

তৌফিকুল ইসলাম খান

সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি

৩ অক্টোবর, ২০২৪, সুনামগঞ্জ

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Eco-Social Development Organization (ESDO)

কৃতজ্ঞতা

- সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহকারী দশ জন স্থানীয় যুব নাগরিক, তথ্যদাতা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।
- সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক সহযোগিতার জন্য জনাব মো. মোজাহিদুল ইসলাম নয়ন এবং জনাব অনুপম দাশ-কে বিশেষ ধন্যবাদ।
- সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং জেলা পর্যায়ের সংলাপ আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এবং ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।
- ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি এবং অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি-কে তাদের সার্বিক দিক নির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা।
- সিপিডি'র অন্যান্য সহকর্মী, যারা বিভিন্নভাবে এ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-কে আর্থিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ।

❑ গবেষণা সহযোগিতায়:

- মোঃ রিফাত বিন আওলাদ
- নাইমা জাহান তৃষা

সুচিপত্র

- পটভূমি
- সামাজিক নিরীক্ষা র্কাযক্রমের উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি
- সামাজিক নিরীক্ষা র্কাযক্রমের ফলাফল
- কারিগরি শিক্ষায় অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
- নীতিসহায়ক সুপারিশ

পটভূমি

পটভূমি

- কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এখন পর্যন্ত ৫০টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গড়ে তোলা হয়েছে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ । অনেক উপজেলায় বিজনেস কলেজিয়েট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা পরিষদ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর আওতায় শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত যুব নারী-পুরুষদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করার জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়
- কিন্তু কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ফলাফল এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। শিক্ষার মান, হালনাগাদকরণ, বাজারচাহিদা অনুযায়ী উপযোগী কোর্স চালু করা, পাঠদান মান, পরিবীক্ষণ, ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখনও অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, কারিগরিভাবে দক্ষ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান অনুকূল করা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রেও আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি

পটভূমি

- ২০৩০ সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষায় (এসএসসি, দাখিল ও বৃত্তিমূলক) প্রতি বছর পাশ করা মোট শিক্ষার্থীর ২০% এর উপরে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অনুপাত নিশ্চিত করা সরকারের লক্ষ্য, যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টর (এসডিজি'র) আওতায় অন্যতম জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সূচক
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ হতে ২০২৬-২৭ এই পাঁচ বছরে –
    - ✓প্রায় ৮৬ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ৫৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে
    - ✓প্রায় সাড়ে ১৪ লাখ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে
    - ✓এছাড়া আরও প্রায় ২৩ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে শুধুমাত্র অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য
    - ✓প্রায় ৯ লাখ শিক্ষার্থীকে শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে
    - ✓প্রায় ২ লাখ ৪১ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক সমূহ	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩	
মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হার (৯ম-১০ম) (%)	৪.০৭%	৪.১১%	৪.১৬%	৪.২৭%	৪.৩৫%	৪.৫৩%	৪.৪৭%	৪.৫৪%	৪.৫৯%	৪.৬৪%	৪.৫৫%	৭.১৩%
মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার (৯ম- ১০ম) (%)	৩৮.৮২%	৩৮.৮৪%	৩৭.৮৩%	৩৮.১৮%	৩৮.০০%	৩০.২২%	৩৭.২৫%	৩০.২৪%	৩৬.৫০%	৩০.১৫%	৩০.১৫%	২৮.৯১%
মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর হার (%)	২৮.০০%	২৮.০০%	৩০.০০%	৩৩.০০%	৩৪.০০%	৩৩.০০%	৩৬.০০%	৩৩.৩০%	৩৮%	৩৩%	৩৩%	৩১%
মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক মাথাপিছু ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা (জন)					২০	২১	২০	২১	২০	২১.৫	২০%	২২.৯%
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হার (১১শ-১২শ) (%)	৫.৫৭%	৫.৫৮%	৫.৭৫%	৫.৮৫%	৫.৯৬%	৭.০৯%	৬.১৫%	৭.১০%	৬.৩৪%	৭.৫৭%	৭.১২%	৮.২৩%
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার (১১শ-১২শ) (%)	২৯.৩৫%	২৯.৫৩%	২৮.৮০%	২৮.৫৫%	২৭.৯৯%	৪৪.১০%	৪৩.২২%	৪৪.২৪%	৪০.৩৪%	৪৪.৪২%	৪৩.৮২%	৪৪.৫১%
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হার (%)	২.৩৬%	২.৩৫%	২.৫৭%	২.৩৯%	২.৭৫%	২.৩৫%	২.৯৫%	২.৩৬%	৩.১৫%	২.৭৩%	২.৩৭%	২.৬৪%
প্রতি বছর কারিগরি শিক্ষায় মাধ্যমিক পর্যায়ে সমাপনকারী মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর হার (%)			৩০.০০%	৩১.০০%	৩২.০০%	২৬.৮০%	২৭.০০%	২৪.৭০%	২৮.00%	২৪.২0%	২৫.00%	২৫.৯২%

তথ্যসুত্রঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- চলমান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিদ্যমান চিত্র তুলে আনা
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রবেশগম্যতা, চলমান ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ও মান পরিবীক্ষণ
- শিক্ষা অবকাঠামো ও সম্পদ এর কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ সুযোগ, নারীবান্ধব ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা এবং বিদ্যমান শিক্ষা কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা আনয়নে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাগুলি সুনির্দিষ্ট করা
- শ্রমবাজার ও চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী ও উদ্যোক্তা এবং দক্ষজনবল তৈরিতে করণীয় অগ্রাধিকার নিরূপণ
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে গতিশীল করা, শিক্ষা কার্যক্রমকে র্কমসংস্থান ও শিল্প চাহিদা বা বাজার চাহিদা অনুকূল করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা

নিরীক্ষা কার্যক্রম আওতা ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

- সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজসমূহ এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

তথ্যের উৎস

- বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রে জরিপ: ২০০ জন (শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্তমান ৮০%, সাবেক ২০%)
- শিক্ষক/প্রশিক্ষক/প্রশাসক: ২০ জন
- অভিভাবক/পিতা-মাতা: ৮০ জন
- বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সাথে দলীয় আলোচনা (৩টি)
- জাতীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, বিষয়বিশেষজ্ঞ, এবং চাকুরিদাতাদের সাক্ষাৎকার (৫ জন)
- আলোচ্য বিষয়ে বিদ্যমান জাতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, নীতিমালা, গবেষণা ও বিষয়ভিত্তিক ধারণাপত্র এবং কার্যক্রম প্রতিবেদন পর্যালোচনা
- তথ্য সংগ্রহের সময়কাল: মার্চ-এপ্রিল ২০২৪

সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালন প্রক্রিয়া

- ডকুমেন্ট রিভিউ ও ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুতকরণ
- প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট ও ধারণাপত্র প্রস্তুতকরণ
- তথ্য সংগ্রহকারী ওরিয়েন্টেশন
- জরিপ ও সাক্ষাৎকারভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ
- উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি
- উপ-আঞ্চলিক সংলাপ আয়োজন
- মতামত ও সুপারিশ সমন্বয়
- জাতীয় সেমিনার ও মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন

সাধারণ তথ্য

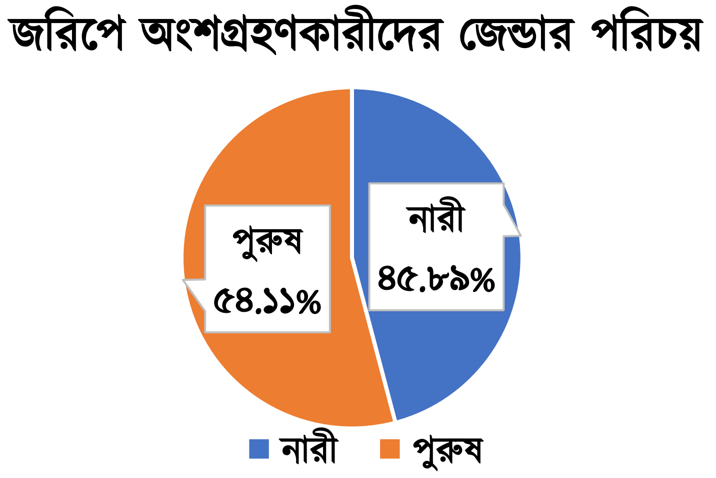

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের জেন্ডার পরিচয়
পুরুষ
৫৪.১১%
নারী
৪৫.৮৯%
নারী
পুরুষ

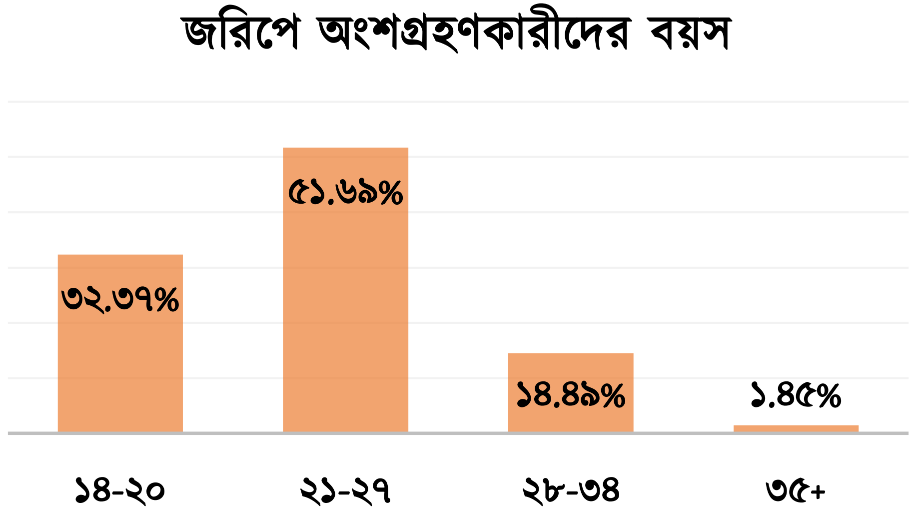

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বয়স
৩২.৩৭%
৫১.৬৯%
১৪.৪৯%
১.৪৫%
১৪-২০
২১-২৭
২৮-৩৪
৩৫+

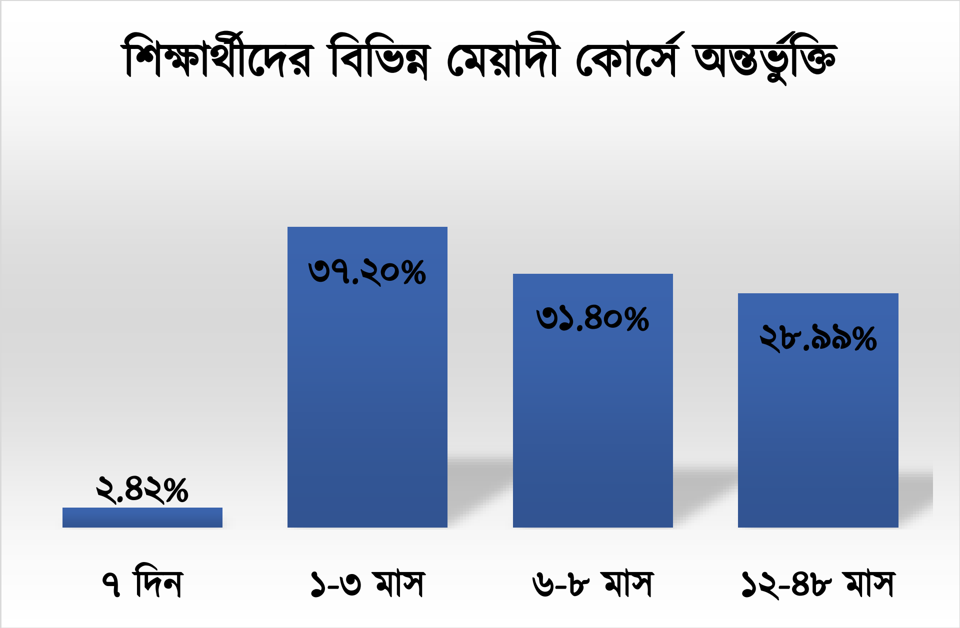

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মেয়াদী কোর্সে অন্তর্ভুক্তি
২.৪২%
৩৭.২০%
৩১.৪০%
২৮.৯৯%
৭ দিন
১-৩ মাস
৬-৮ মাস
১২-৪৮ মাস

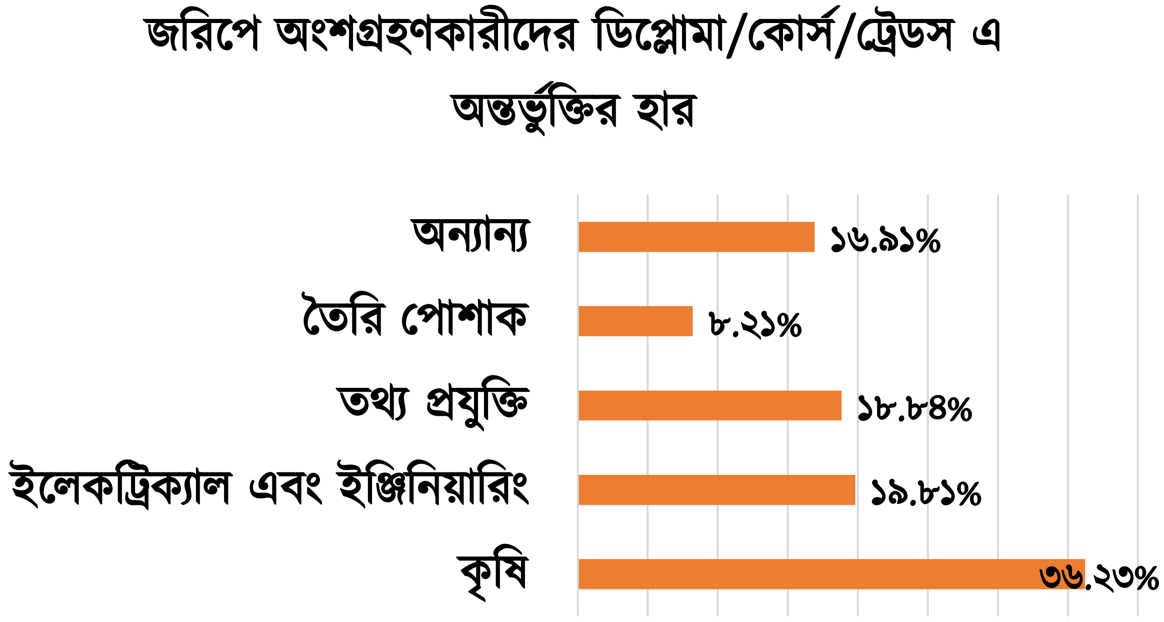

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ডিপ্লোমা/কোর্স/ট্রেডস এ অন্তর্ভুক্তির হার
অন্যান্য
১৬.৯১%
তৈরি পোশাক
৮.২১%
তথ্য প্রযুক্তি
১৮.৮৪%
ইলেকট্রিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং
১৯.৮১%
কৃষি
৩৬.২৩%

সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল

প্রবেশগম্যতা এবং সচেতনতা
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যম কি ছিল (%)

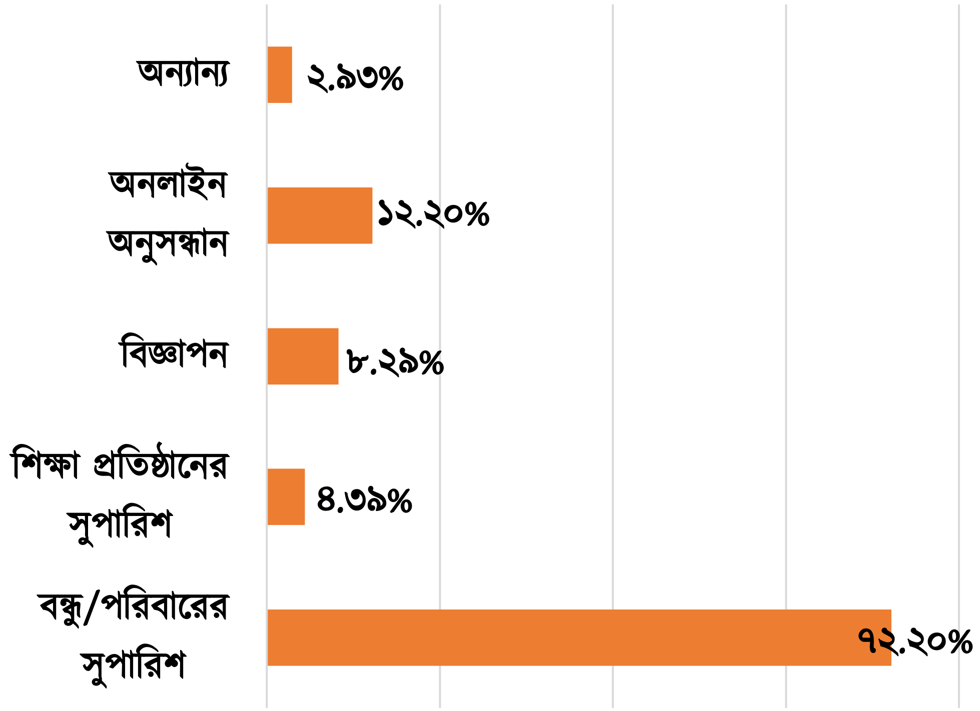

আপনার এলাকায় কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি কতটা সহজ (%)

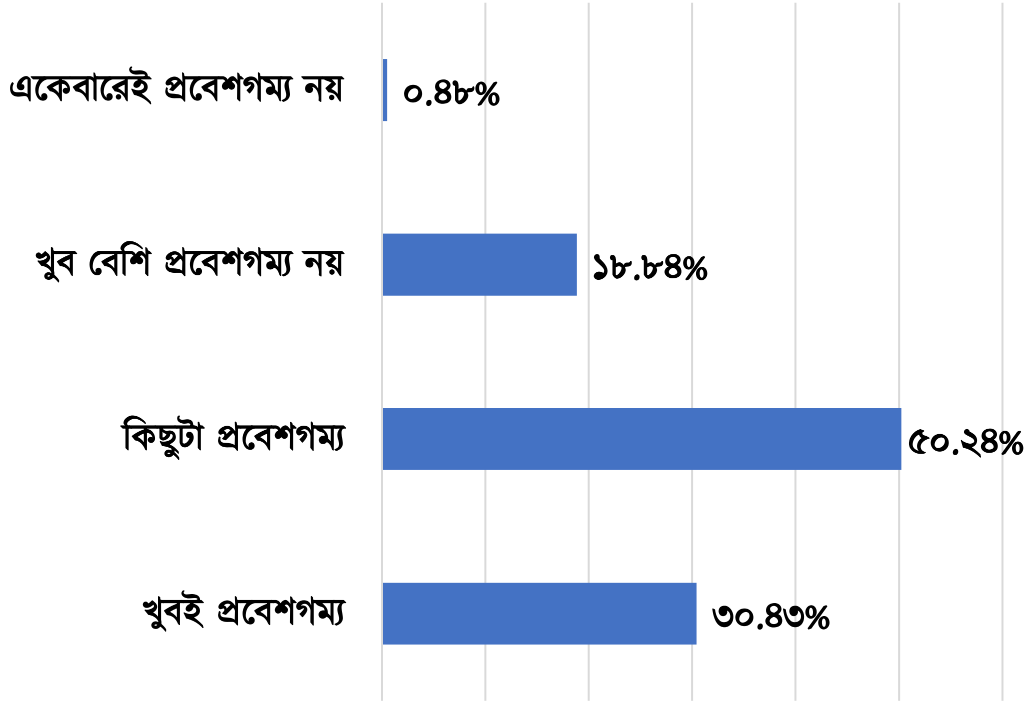

কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

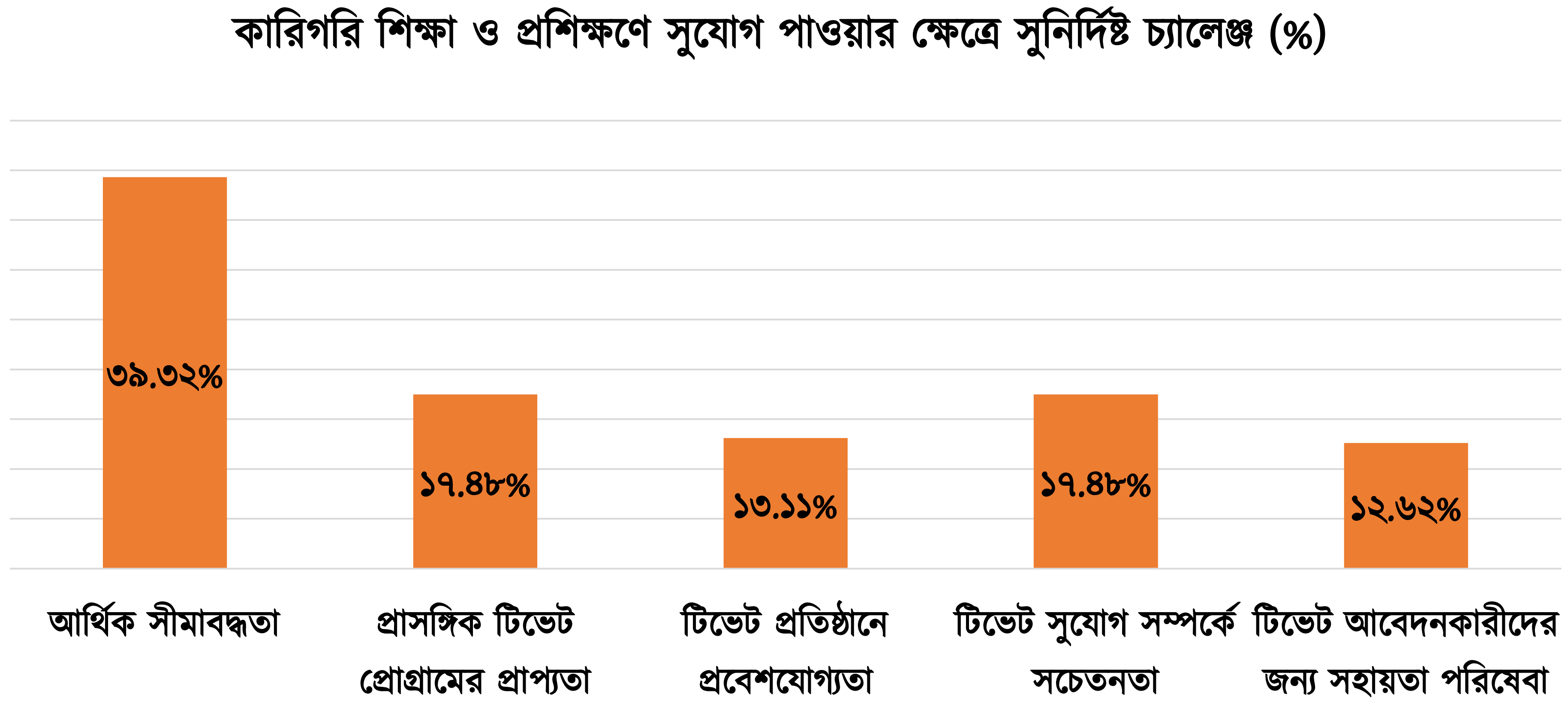

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান এবং উন্নয়ন
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

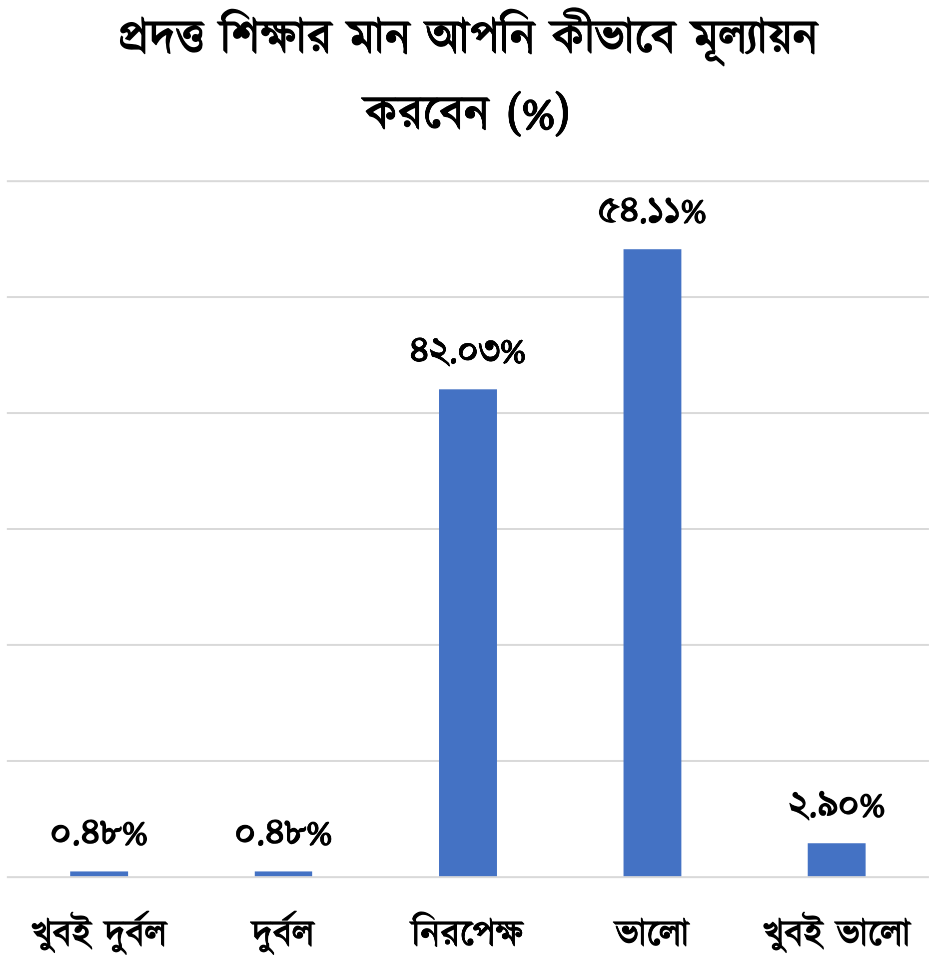

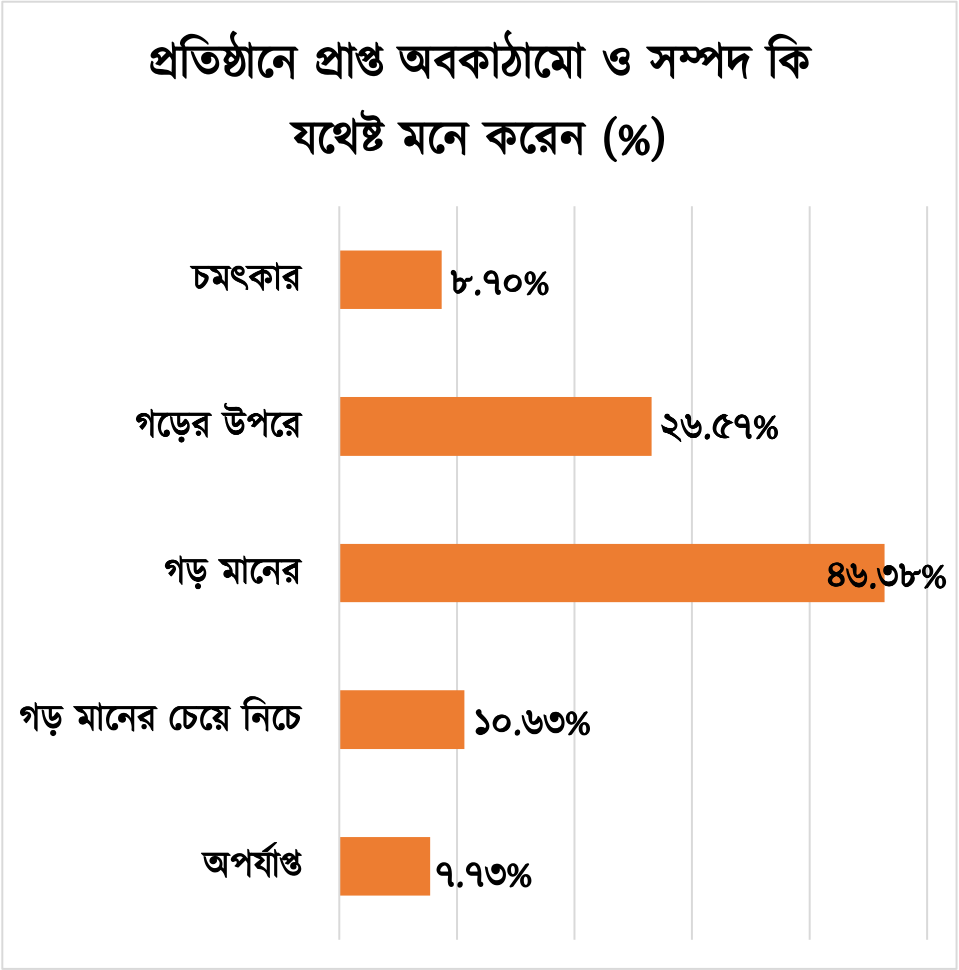

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান এবং উন্নয়ন

বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

ক্লাস পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকদের ধারাবাহিকতা এবং সময়ানুবর্তিতা (%)

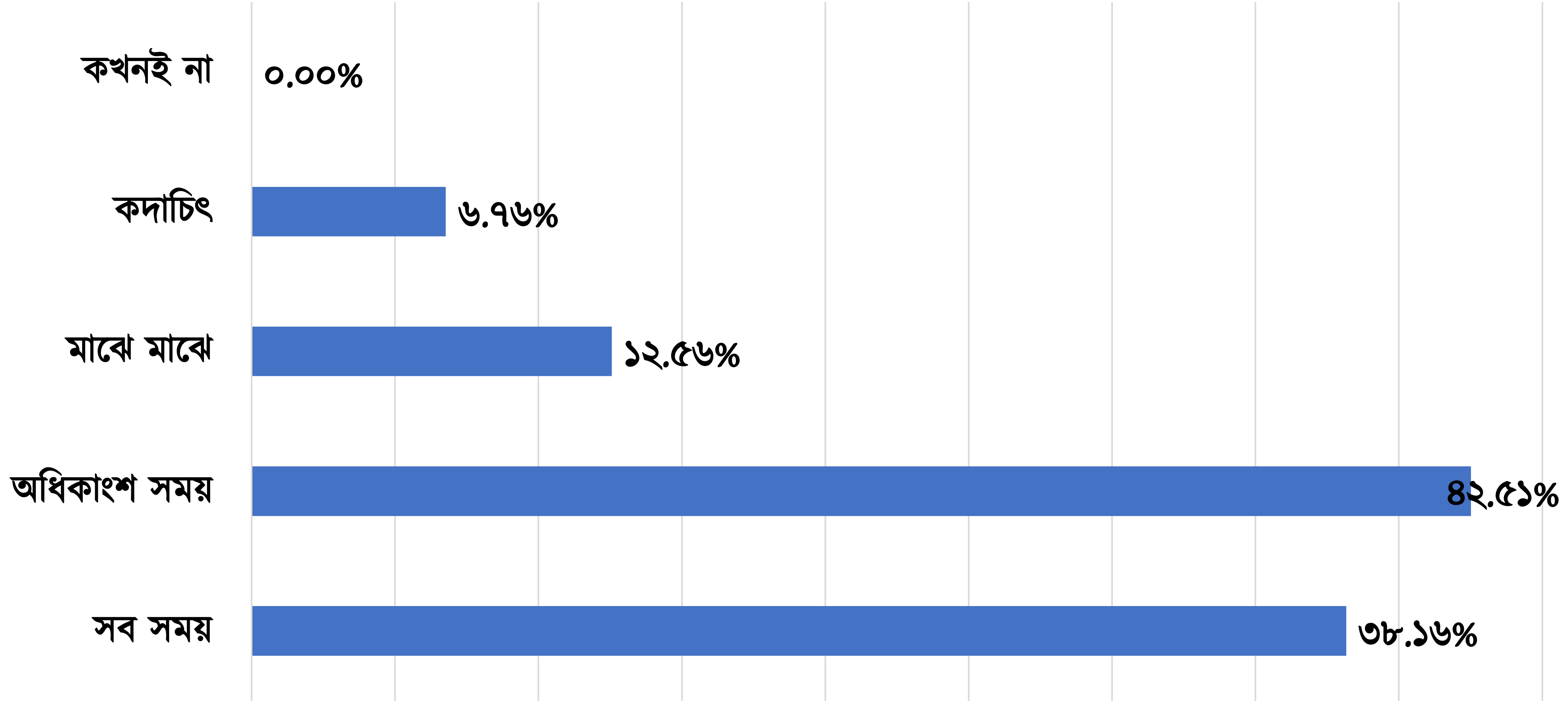

কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ: প্রত্যাশা
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

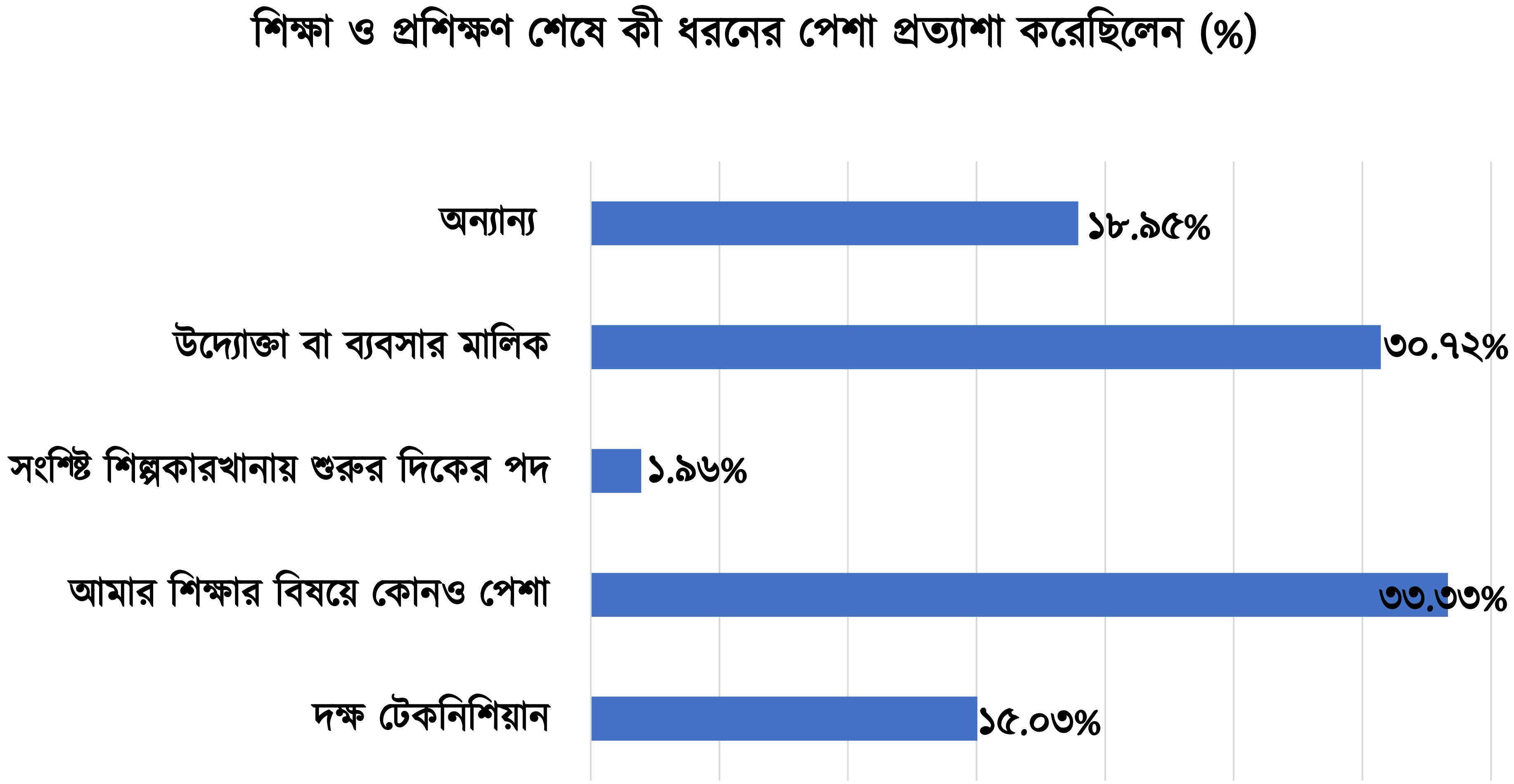

কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ: প্রত্যাশা

বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির সময় আপনি যে কোর্সটি বা যে মানের শিক্ষা পাবেন বলে প্রত্যাশা করেছিলেন তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে বলে মনে করেন (%)

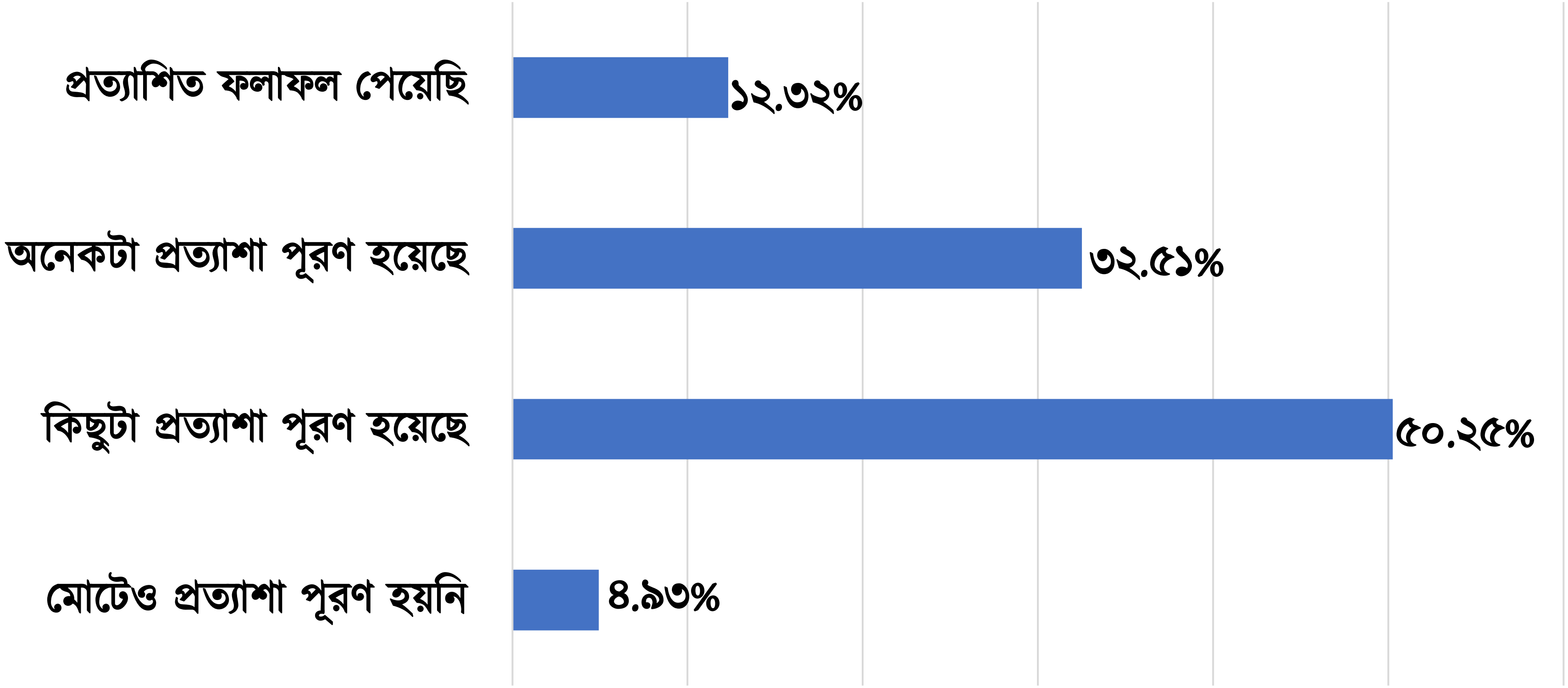

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা
সাবেক শিক্ষার্থী

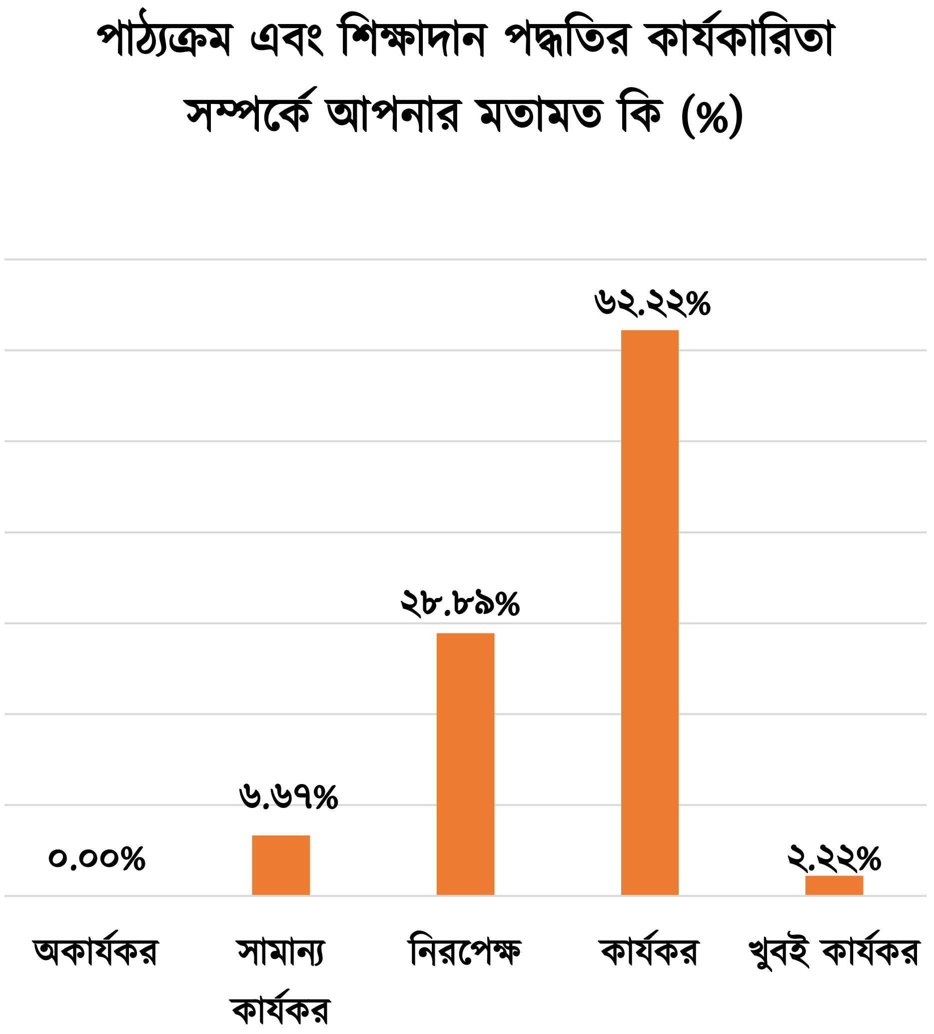

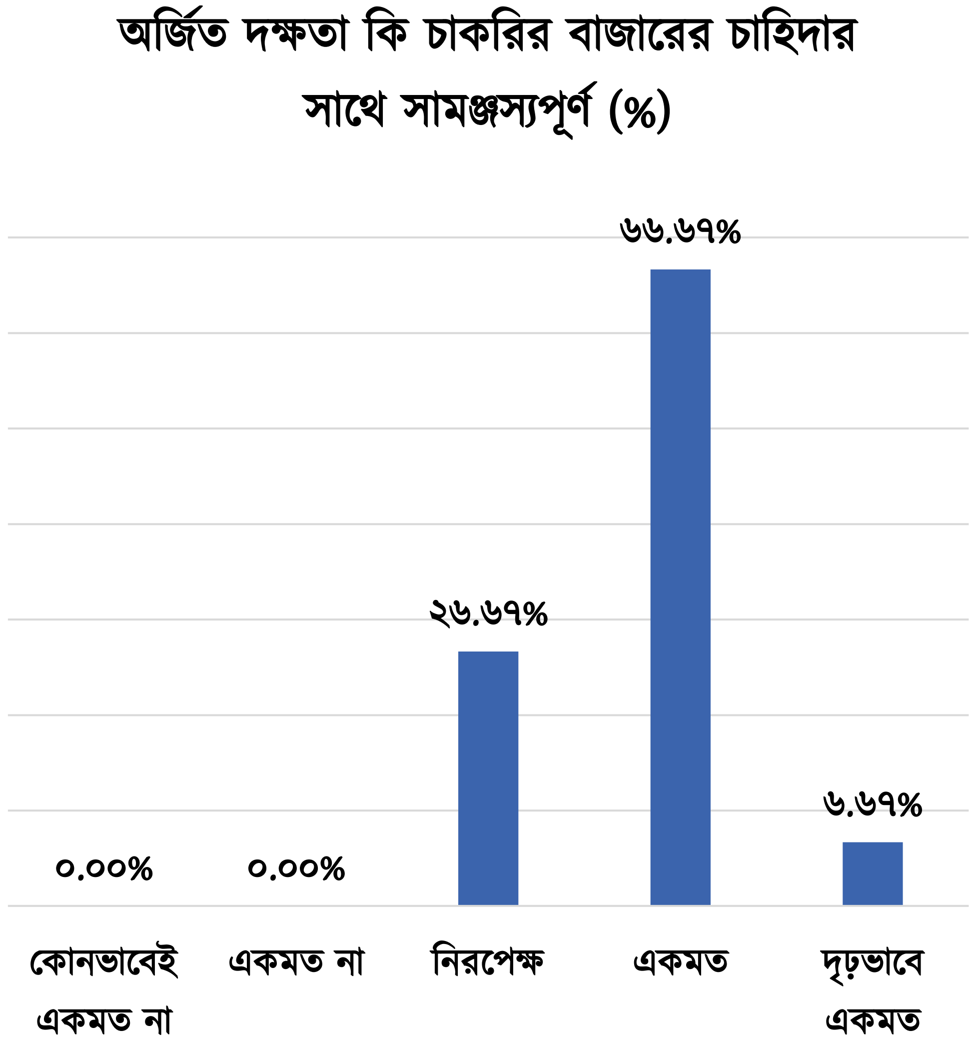

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা
সাবেক শিক্ষার্থী

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, শেখানো ট্রেডগুলি আপনার এলাকায় পাওয়া যায় এমন চাকরির সুযোগগুলির সাথে ভালভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ (%)

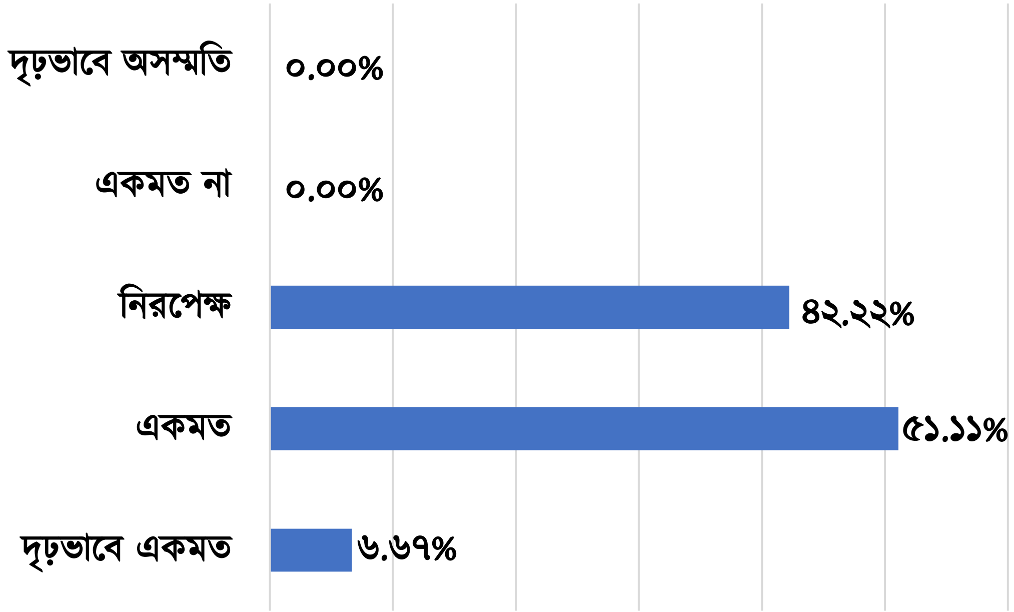

অর্জিত শিক্ষা ও দক্ষতা চাকুরি প্রাপ্তি বা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতোটা সহায়ক (%)

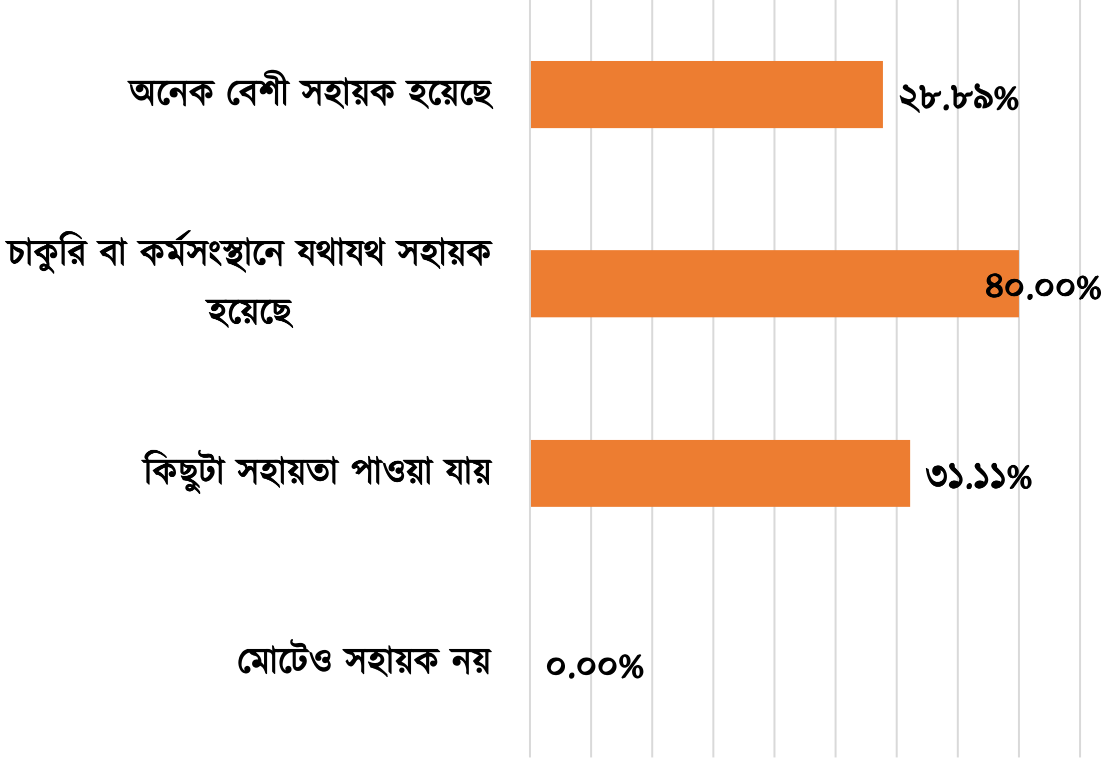

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা
সাবেক শিক্ষার্থী

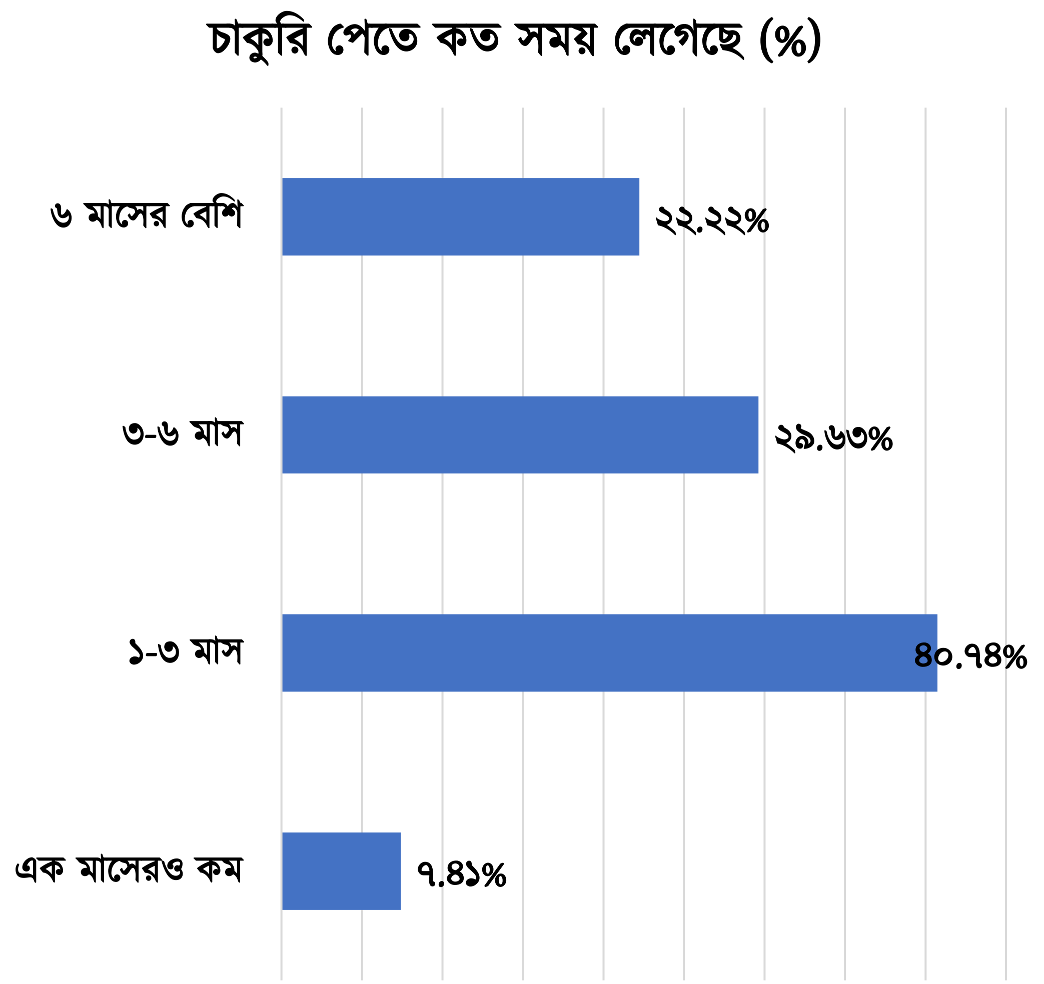

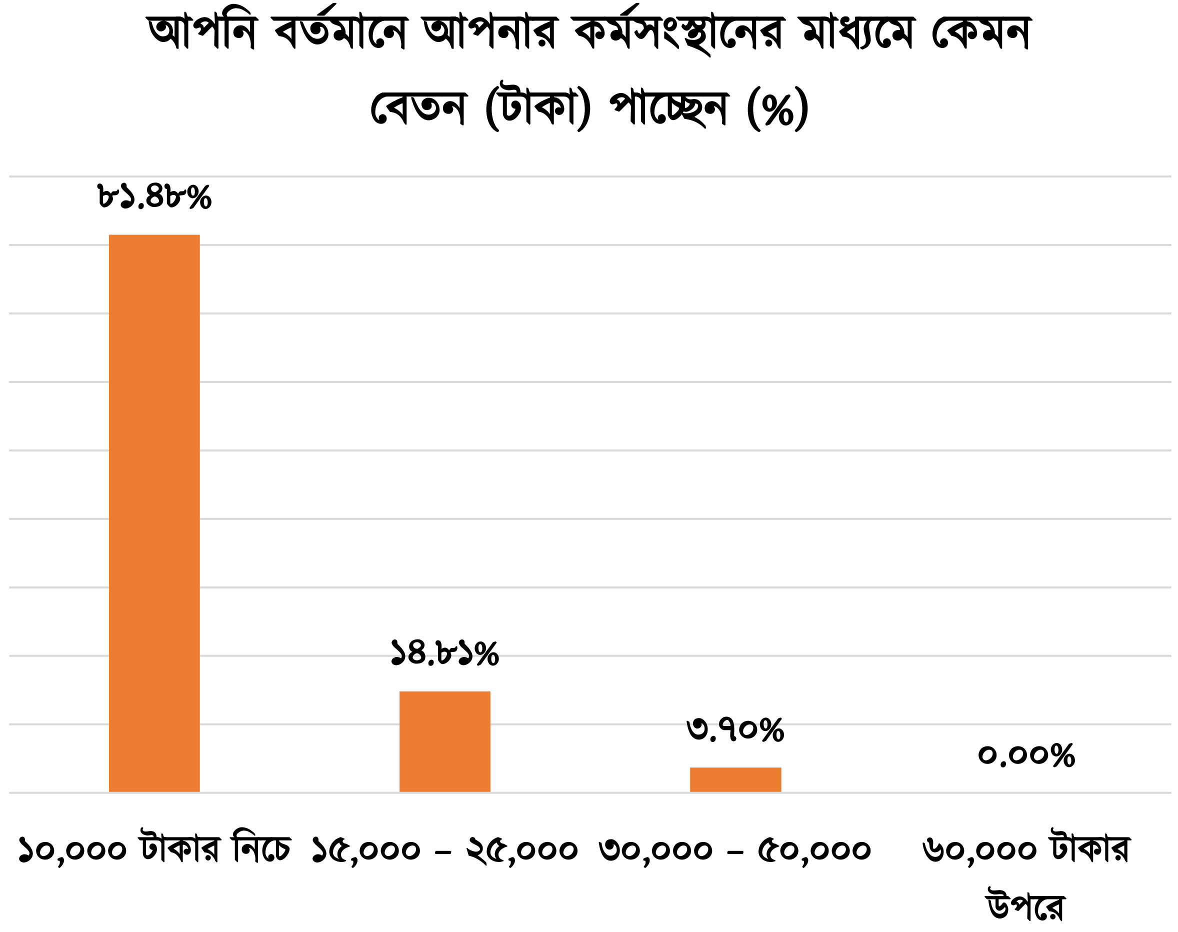

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা

সাবেক শিক্ষার্থী

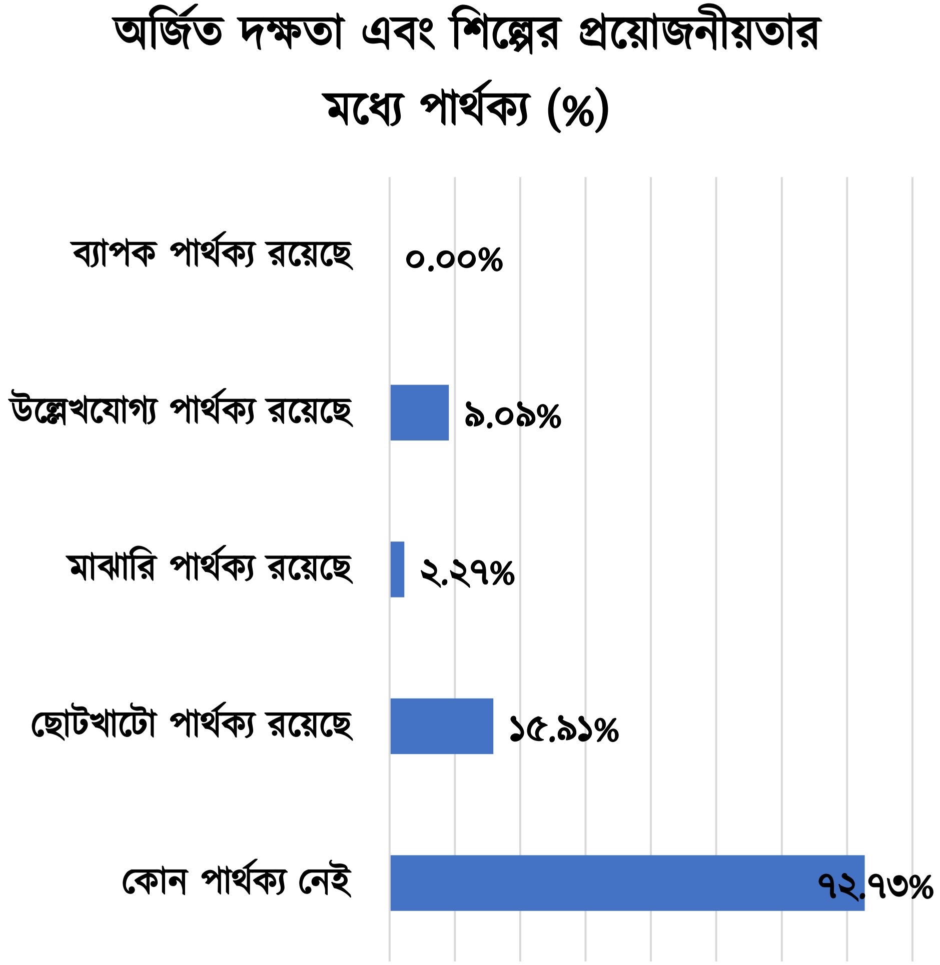

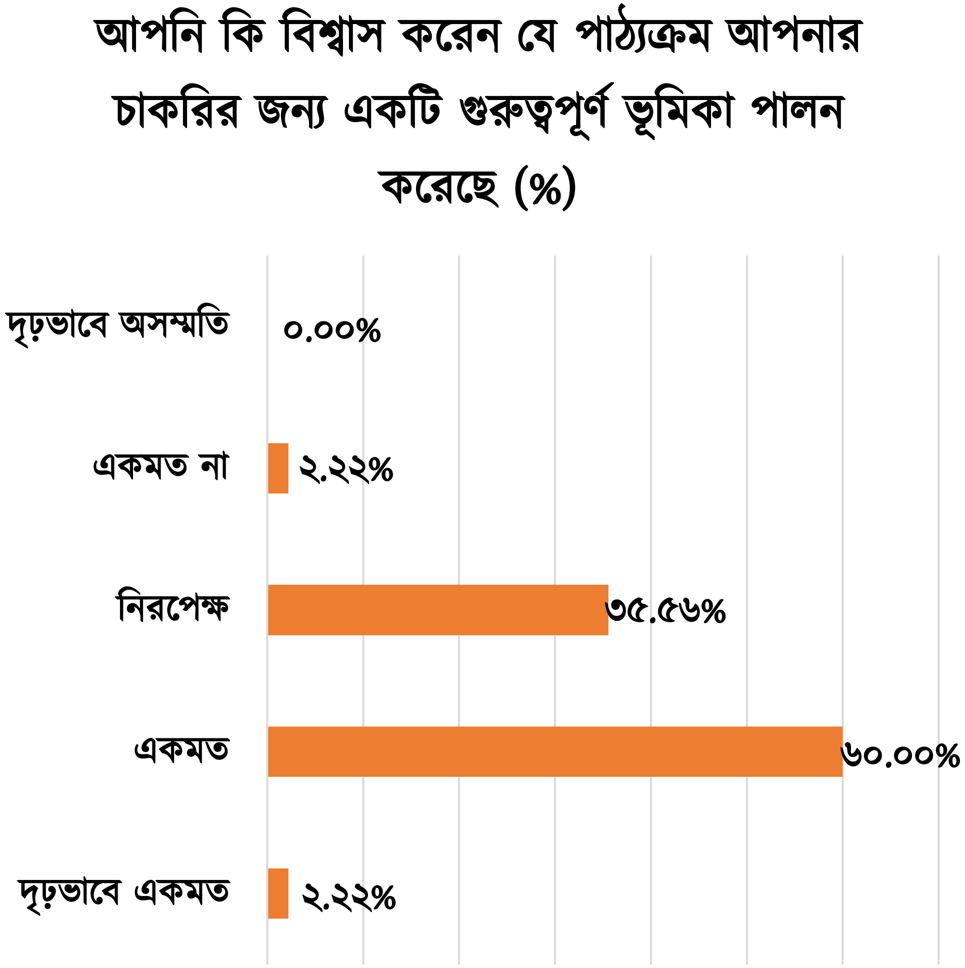

কারিগরি শিক্ষা ও জেন্ডার সমতা
নারী শিক্ষার্থী

কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণকে আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন (%)

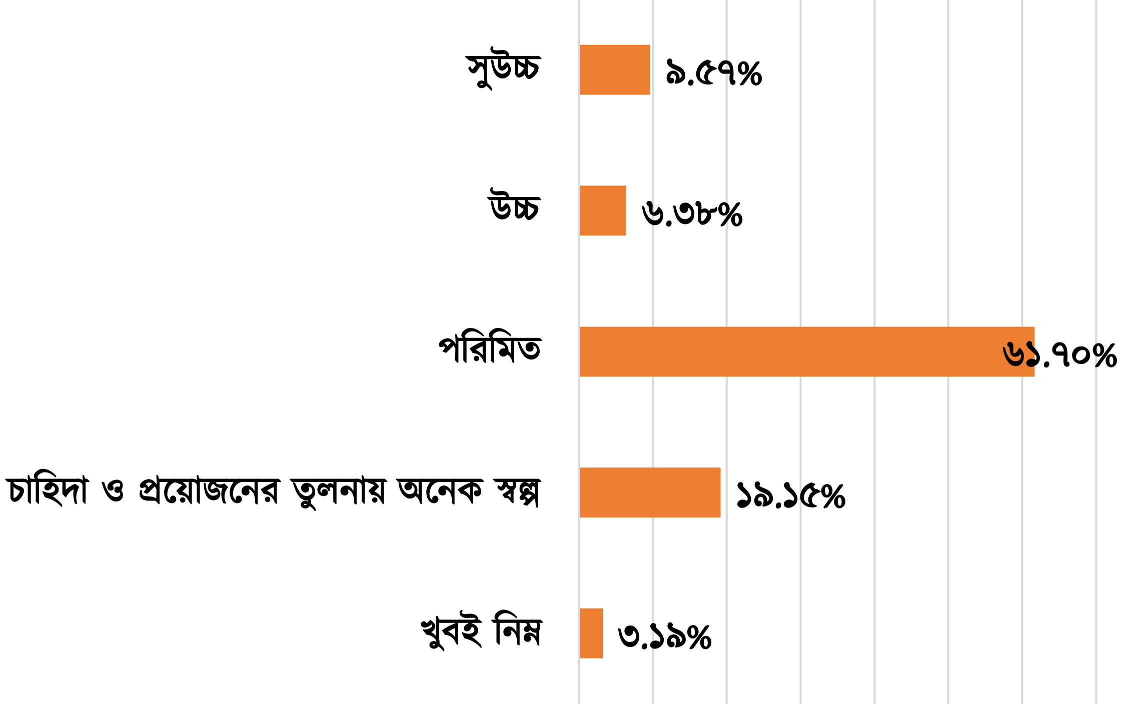

আপনারা যে প্রতিষ্ঠানে পড়ছেন/পড়েছেন সেখানে সার্বিক কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা আনয়নের জন্য কোন উদ্যোগ আছে কি (%)

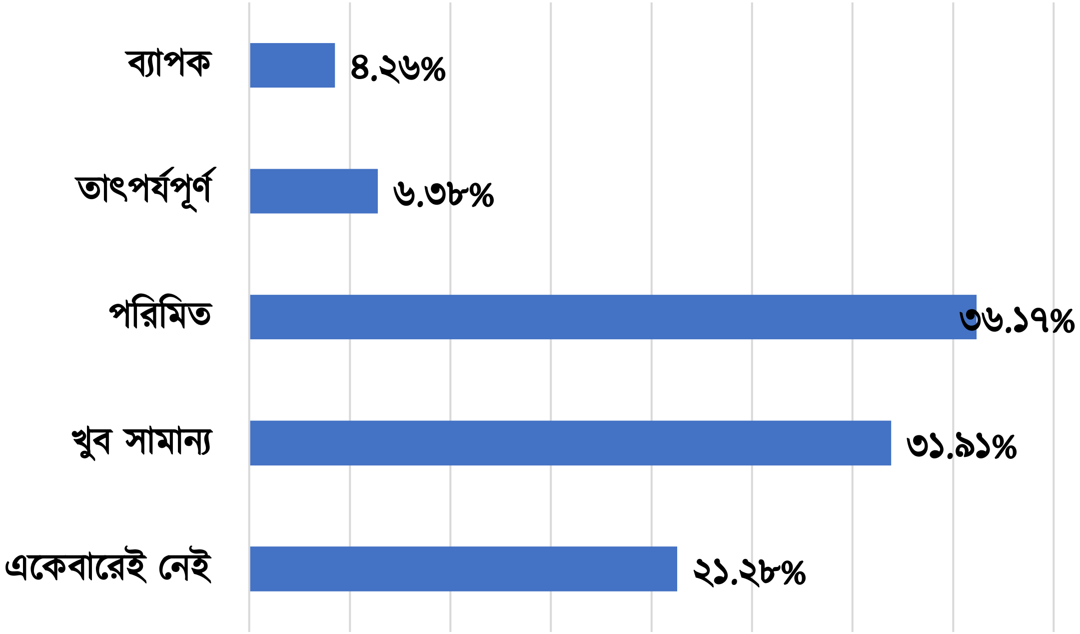

কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম ও পরিচালনে নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান (%)

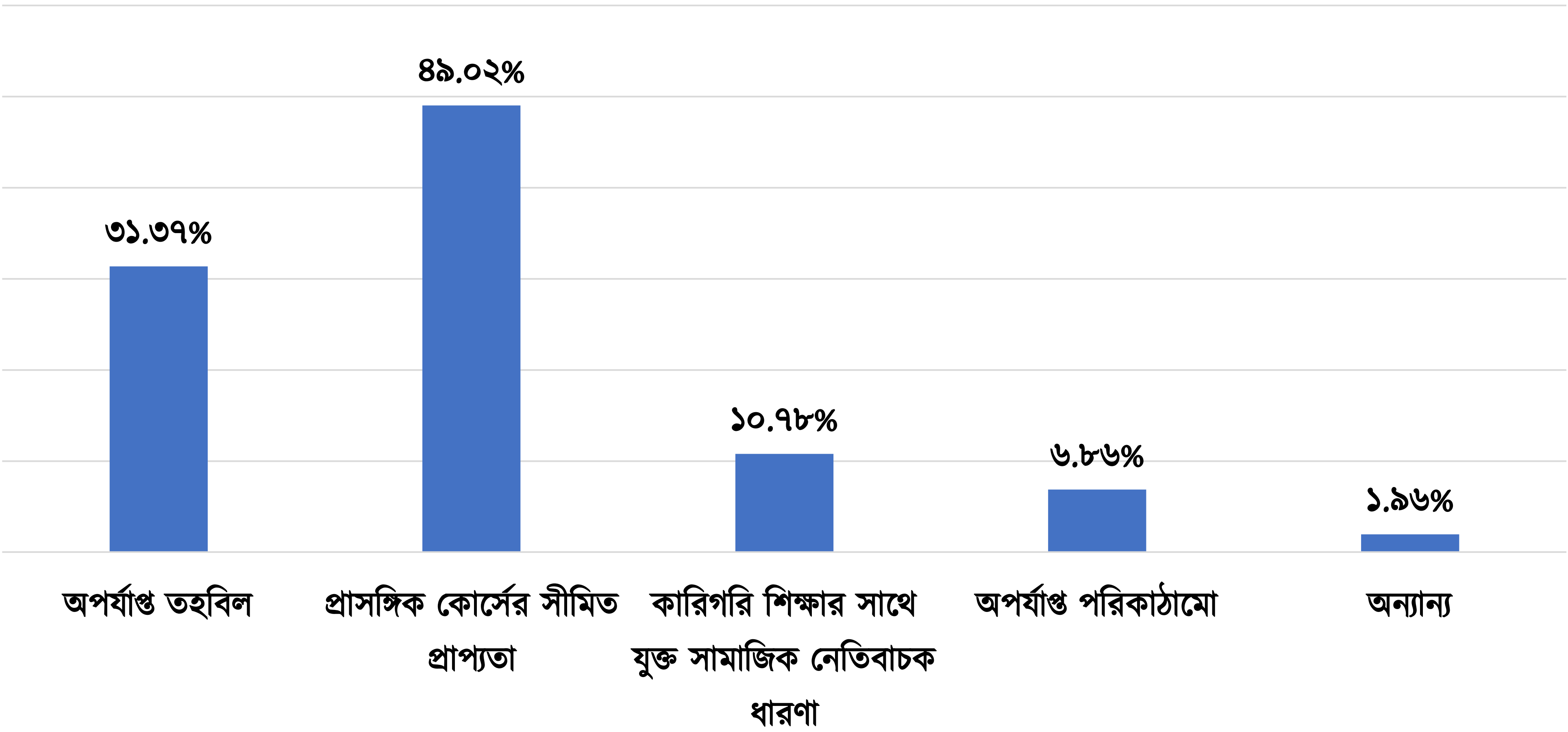

মোট শিক্ষা বাজেটের অনুপাতে কারিগরি শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ (%)

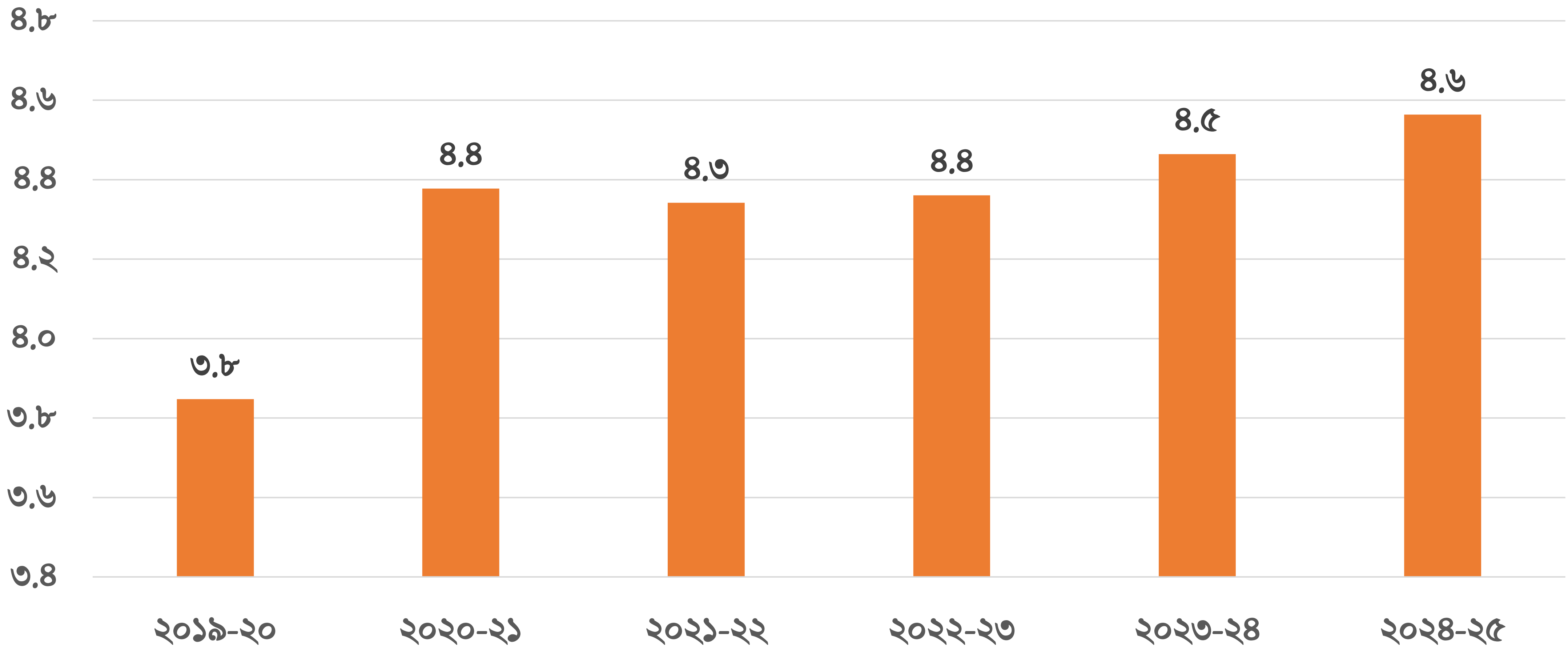

তথ্যসূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের বাজেট বাস্তবায়নের হার (%)

প্রধান কার্যালয়	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
প্রধান কার্যালয়	৭০.৬	২৯.৯	৪১.১	৪৫.২
পরিচালক (ভোকেশনাল)	৫৭.৯	৫৪.৬	৫৪.৩	১৩৬.২
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়সমূহ	২৪.৫	৩০.৩	২৮.৪	৫১.৭
প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়সমূহ	৩৬.৮	৫০.০	৫০.৪	৬৩.৭
কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহ	৭৪.৪	৬৫.৫	৫১.৯	৬৫.৮
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ	৭৪.০	৭৯.১	৪৬.৯	৬২.৫
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ	৭২.৪	৬৭.৯	৪৪.৩	৬০.৭
মোট	৭২.০	৬৪.২	৪৪.৫	৫৬.৯

তথ্যসুত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়

কারিগরি শিক্ষায়
অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

কারিগরি শিক্ষায় অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- প্রাপ্ত তথ্য, সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ থেকে এটা বলা যায় যে কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অগ্রগতি হয়েছে
- এ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় যারা যুক্ত হয়েছেন এবং অর্জিত দক্ষতাকে পুঁজি করে উদ্যোক্তা হয়েছেন তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ সফলও হয়েছেন
- সুনামগঞ্জ জেলাায় অবস্থিত টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ থেকে মধ্যম ও স্বল্পমেয়াদি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষ করে অধিকাংশই চাকুরি বা আত্মকর্মসংস্থান পেয়েছেন
- তবে সুনামগঞ্জ জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট না থাকায় স্থানীয় যুব নারী-পুরুষ কারিগরি বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে
- স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদি কারিগরি শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করে অনেকেই সফল হলেও স্থানীয় পর্যায়ে শিল্প-কারখানায় কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাজের সুযোগ এখনও অনেক সীমিত

কারিগরি শিক্ষায় অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলে জানা যায় তাঁরা চাকুরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন
- কর্মমুখী কার্যক্রম, আয়ের সুযোগ ও সার্বিকভাবে পরিস্থিতিকে অনুকূল করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ, দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি পরিকল্পনা গ্রহণ, বাজার অনুসন্ধান এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট রয়েছেন
- কারিগরি শিক্ষার গুণগত মান ও সম্পদের প্রাপ্যতা বাড়ানোর জন্য চলমান উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে –

➢ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ (অনলাইন কোর্স, দক্ষতা অর্জনকারী প্রোগ্রাম, শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার)

➢ প্রশিক্ষণ প্রদানে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কৌশল ব্যবহার

➢ প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান

কারিগরি শিক্ষায় অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- কারিগরি শিক্ষায় যুক্ততা ও সফলভাবে তা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এখনও অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু দিক তুলে ধরেছেন। এসবের মধ্যে অন্যতম হল–

➢ আর্থিক সংকট, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, কারিগরি শিক্ষায় অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব, চাকুরি বা কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের অপ্রতুলতা ও সমন্বয়হীনতা, পরিবর্তিত বিশ্ববাস্তবতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাকার্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ স্বল্পতা

➢ দারিদ্র্য, অসচেতনতা ও সামাজিকভাবে নারীদের নিরাপত্তাহীনতার কারণে মেয়েদের কমবয়সে বিবাহ

➢ কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কারিগরি দক্ষতাভিত্তিক কর্মসংস্থান উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

কারিগরি শিক্ষায় অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- কারিগরি শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাভিত্তিক কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ সম্পর্কে বিদ্যমান সামাজিক নেতিবাচক ধারণা
  - মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কারিগরি শিক্ষা নিয়ে নেতিবাচক ধারণা বিদ্যমান। এখনও তারা এটাকে মিস্ত্রী তৈরির শিক্ষা মনে করেন
  - নতুন পাঠ্যক্রম শুধু শিক্ষাভিত্তিক নয় বরং দক্ষতাভিত্তিক। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তি শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এর মত বিষয়গুলি পড়ানো হচ্ছে। তবু মেধাবী শিক্ষার্থীরা কারিকরি শিক্ষায় আসেনা
- কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে বিদ্যমান নেতিবাচক সামাজিক ধারণাকে দূর করতে রাষ্ট্রীয় বা সরকারিভাবে প্রচার ও প্রচারণার অভাব, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্যোক্তা বা কারিগরি শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে কর্মক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিত্বদের সফলতাকে প্রচারণার কাজে ব্যবহার করতে না পারা

কারিগরি শিক্ষায় অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে যে অঙ্গীকার তা বাস্তবায়নে সমানুপাতিক বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগের অভাব। ফলে, অঙ্গীকারগুলোকে বাস্তবে রূপদান করার ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে
- প্রচলিত সাধারণ শিক্ষায় অধিকতর মনোযোগ, বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় অঙ্গীকার ও অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যবহারিকভাবে প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা এবং বরাদ্দ ও বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রম সমূহের পরিবীক্ষণ যথাযথভাবে না হওয়া
- বাংলাদেশের মতো একটি অতিজনবহুল দেশের অধিকাংশ মানুষের কাজ বা আয়ের খাত হিসেবে কারিগরি শিক্ষাভিত্তিক কর্মসংস্থান তৈরি নিয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা, শিখন কার্যকারিতা নিয়মিত মূল্যায়ন না করা এবং মূল্যায়নকৃত অভিজ্ঞতা একটি বিন্যস্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতা ও কারিগরি জ্ঞানদক্ষতায় ঘাটতি

কারিগরি শিক্ষায় অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের এ বিষয়ে সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে না পারা
    - শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মানুষের, বিশেষ করে অভিভাবকগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকায় এ ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করার বিষয়টি সম্ভব হচ্ছে না
    - তার ফলে শিক্ষা সংক্রান্ত নতুন নতুন চিন্তাভাবনা, নীতি প্রক্রিয়া ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীরা তথ্য পাচ্ছেন না

কারিগরি শিক্ষায় অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- কারিগরি শিক্ষা পরিচালনের ক্ষেত্রে আরও অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অন্যতম চ্যালেঞ্জিং বিষয় হিসেবে দেখা যেতে পারে-

➢ দীর্ঘদিন (প্রায় এক যুগের বেশী) শিক্ষক নিয়োগ সরকারিভাগে বন্ধ থাকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানাশোনা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক/প্রশিক্ষকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে

➢ সম্প্রতি নিয়োগ প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হলেও সেখানে সাধারণ শিক্ষায় যারা স্নাতক/স্নাতকোত্তর হয়েছেন তাদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। যার ফলে বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত স্নাতকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে

➢ কারিগরি শিক্ষায় দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাকোর্স পরিচালনার জন্য টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহে যে মেয়াদে শিক্ষা কার্যক্রম চলে সেখান থেকে সার্বিক জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে যায়

➢ যানবাহন চালনা, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়্যারিং এর মত কোর্সগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হয়। অপরদিকে পোশাক তৈরি কোর্সে নারীর অংশগ্রহণ সর্বাধিক। হাঁসমুরগি ও গবাদি পশু পালনে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।। কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোর্সগুলোতে নারীপুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ রয়েছে

➢ দ্রুত পরিবর্তনশীল এই সমাজব্যবস্থায়, বিশেষ করে কর্মসংস্থানের যে গতিশীলতা সেটাকে সর্বাত্মকভাবে ধারণ করে শিক্ষা পরিচালন করা এখনও আমাদের দেশে হয়ে ওঠেনি

কারিগরি শিক্ষায় অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- কারিগরি শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে যে ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তা একেবাইরেই অপ্রতুল–
  - সুনামগঞ্জে শিল্পায়ন বা বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে
  - স্বল্পসংখ্যক যা কিছু রয়েছে তা যে বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রতিবছর কারিগরি শিক্ষা নিয়ে পাশ করছে তাদের সকলের কর্মসংস্থানের সংকুলান করতে যথেষ্ট নয়
  - অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পের সাথে কারিগরি শিক্ষার অন্তর্গত ট্রেডসমূহ সঙ্গতিপূর্ণ নয়

- বর্তমানে দেশে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে
- বিশেষ করে অধিক জনসংখ্যার এই দেশে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত হতে পারে কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ জনশক্তি তৈরি

কারিগরি শিক্ষায় অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- বহির্বিশ্বেও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে
- বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানী করার ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে
- সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদা মতো দক্ষ অভিবাসীকর্মী প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ অধিক পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ নিতে পারে। তাহলে শ্রমিকরা যেমন উপকৃত হবে তেমনি দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে
- প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে যারা দেশের বাইরে যাচ্ছেন তাদের সকলকে দক্ষ কর্মী হিসেবে পাঠানোর বিষয়ে এখনও প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব রয়েছে
- কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত সুনামগঞ্জ জেলায় যুবদের জন্য অভিবাসনের সুযোগ এখনও সেভাবে তৈরি হয়নি
- হাওর বেষ্টিত জেলা হিসেবে এবং দেশের প্রান্তে অবস্থিত এই জেলার যুব জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুক্ত করার মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নে নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচন করা সম্ভব

নীতিসহায়ক সুপারিশ

নীতিসহায়ক সুপারিশ

শিক্ষা, পাঠ্যক্রম ও পাঠদান

- চলমান শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিদ্যমান তা বাজার উপযোগিতার সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য চাকুরীক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্টদের সাথে এক হয়ে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া, যে সকল শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে চাকুরি পেয়েছেন বা যারা স্ব-কর্মসংস্থানে সফল হয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা দরকার
- পাঠ্যক্রমে অন্তর্গত বিষয় পাঠদানে আধুনিক প্রযুক্তি ও বাজার চাহিদা বিবেচনায় দক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ও প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ নেয়া উচিত
- শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি ল্যাবভিত্তিক বা হাতে-কলমে শিক্ষার প্রতি জোর দেয়া প্রয়োজন যাতে করে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ বৃদ্ধি ও পাঠদানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ

নীতিসহায়ক সুপারিশ

শিক্ষা, পাঠ্যক্রম ও পাঠদান

- কারিগরি শিক্ষায় বর্তমানে প্রচলিত কোর্স এবং প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহকে পুনর্মূল্যায়ন করে একে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় হালনাগাদ করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে স্থানীয় এলাকার চাহিদা, সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলিকে বিবেচনায় নেয়া একান্তভাবে প্রয়োজন।
    - ➢যেমন- সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত একটি এলাকা হিসেবে এখানে পর্যটন, হাওরকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, মাছচাষ ও বিদ্যমান অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে বিবেচনায় নিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। এ বিষয়ে স্থানীয় যুবদের কাারিগরি দক্ষতা বাড়িয়ে কর্মসংস্থানের টেকসই ব্যবস্থা করা সম্ভব

নীতিসহায়ক সুপারিশ

শিক্ষা দক্ষতা মূল্যায়ন ও সনদায়ন

- কারিগরি শিক্ষায় যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন তার ব্যবহারিক সক্ষমতার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরেই কেবল শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এতে করে সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বাস্তবজীবনে উদ্যোক্তা বা পেশাজীবী হিসেবে সফল হতে পারে এবং এর মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব

- কারিগরি শিক্ষা নিয়ে নেতিবাচক ধারণা দূর করতে কর্মজীবনে কেমন করছেন তা নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের উপর ‘ট্র্যাক স্টাডি’ করা জরুরি। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কর্মজীবনে সফল হয়েছেন এমন লোকদের পথিকৃৎ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে

- কারিগরি শিক্ষার নামে গড়ে ওঠা বেনামী প্রতিষ্ঠানসমূহকে চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া জরুরি। কারণ, এই সকল প্রতিষ্ঠান ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। যার ফলে কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা আরও বিস্তৃত হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নিশ্চিত করা জরুরি

নীতিসহায়ক সুপারিশ

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল অবকাঠামো ও পরিবেশ একটি পূর্বশর্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রেণীকক্ষ, পরীক্ষাগার ও ফলিত দক্ষতা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত আধুনিক উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন
- নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সাধারণ ও ভিন্ন প্রয়োজন বিবেচনায় অবকাঠামোগত আয়োজন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বাথরুম, কমনরুম, ইনডোর খেলার সামগ্রী, খেলার মাঠ, বিশ্রামাগার, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ ও শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি নিশ্চিত করা প্রয়োজন
- পর্যাপ্ত আবাসিক ব্যবস্থা না থাকায় বা অনেক কোর্স অনাবাসিক হওয়ায় শুরুর দিকে অনেক শিক্ষার্থীর আবাসন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তা ছাড়া জেলা শহরের সাথে জগন্নাথপুর উপজেলার দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটারের বেশি। তাই দৈনিক আসা যাওয়ার খরচ যেমন বেশি তেমনি সময়মত উপস্থিতি নিশ্চিত করাও একটা চ্যালেঞ্জ। তাই আবাসিক পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো যেতে পারে

নীতিসহায়ক সুপারিশ

কর্মসংস্থান তৈরি ও কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তার আওতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ

- কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের চাকুরিতে সুযোগ তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে চাকুরিমেলা আয়োজন করা প্রয়োজন। যাতে চাকুরিদাতা ও চাকুরিপ্রার্থীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ তৈরি হয়
- স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, শিল্প উদ্যোক্তা, শিল্পমালিক, চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, নারী চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং বিসিক শিল্পনগরীর কর্তৃপক্ষ ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে বহুপাক্ষিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এটি করা গেলে শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের জন্য চাকুরি ও কর্মসংস্থানের বাস্তব সুযোগ তৈরি হবে
- চাকুরি বা স্ব-র্কমসংস্থান তৈরিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তাদের সাথে একটি সমন্বয় কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন
- স্থানীয় বিসিক শিল্প নগরীর মধ্যে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কৃষিজ ও প্রাকৃতিক উপকরণভিত্তিক শিল্প, বিউটি পার্লার, মোবাইল সার্ভিসিংসহ অন্যান্য যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ রয়েছে সেখানে চাকরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে

নীতিসহায়ক সুপারিশ

কর্মসংস্থান তৈরি ও কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তার আওতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে শ্রমিক হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে যুবনারীদের জন্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী শিক্ষার্থীরা যেন এলাকার বাইরে গিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে উৎসাহিত হয় সেজন্য স্থানীয় এলাকার বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরিতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন
- সামাজিক দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জিং পেশাগুলিতে; যেমন- ড্রাইভিং, ইলকেট্রিক্যাল ওয়্যারিং এবং শিল্প সংক্রান্ত ট্রেডগুলোতে নারীরা যেন সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা বাড়ানো দরকার
- কুটির শিল্পগুলিতে উদ্যোক্তা হিসেবে কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিতদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের প্রচারণা ও বাজারজাতকরণে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানো উচিৎ
- মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত পাঠ্যক্রমে কারিগরি শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। দেশের একটি বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী এই শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত বিধায় তাদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে শিক্ষার্থীদের চাকুরি এবং স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা সম্ভব

নীতিসহায়ক সুপারিশ

কর্মসংস্থান তৈরি ও কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তার আওতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ

- কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি ভাষাগত দক্ষতা বাড়িয়ে এবং ডিজিটালাইজেশনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ফ্রিল্যান্সিং এর সাথে যুক্ত হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন
- স্ব-র্কমসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা আর্থিক পুঁজির অভাব মেটাতে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় করা যেতে পারে। ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অর্জিত সনদকে অন্যতম বিবেচনা করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে
- সাম্প্রতিক সরকারি জরিপে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে যাতে প্রায় ২৬ লক্ষ মানুষ বেকার রয়েছে বলে বলা হচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা দেশের বাজারে হয়তো সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে, আমাদের অবশ্যই বিদেশে শ্রমিক বা কারিগরি দক্ষতার চাহিদা রয়েছে এমন পেশায় লোক পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন

নীতিসহায়ক সুপারিশ

কর্মসংস্থান তৈরি ও কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তার আওতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলা হয়েছে, যেভাবে জনমিতিক প্রাধিকারকে চিহ্নিত করে এগিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে, যেভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে অর্জন করার কথা বলা হয়েছে সেই বিবেচনায় সমানুপাতিকভাবে জাতীয় বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ ও নীতিসহায়তা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করা বিশেষভাবে জরুরি
- সুনামগঞ্জ হাওর বেষ্টিত জেলা হওয়ায় এখানকার ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমস্ত জেলা বছরে প্রায় ৬ মাস জলমগ্ন থাকে এবং দেশের প্রাকৃতিক মৎস্য ভান্ডারের অভয়ারণ্যও এই জেলা। অপরদিকে শুকনো মৌসুমে প্রচুর ধানের ফলন হয়। এই ভূ-প্রাকৃতিক বিষয় বিবেচনায় রেখে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও সংশ্লিষ্ট কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে এ বিষয়ে নতুন নতুন কোর্স/ট্রেড প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। পাশাপাশি কৃষিপ্রধান জীবিকায়ন ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে শিল্প অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে সুনামগঞ্জ অঞ্চলকে আরও সমৃদ্ধ ও ঘাতসহিষ্ণু জনপদে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়া এখন সময়ের দাবী

নীতিসহায়ক সুপারিশ

সামাজিকভাবে কারিগরি শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সর্ম্পকে ইতিবাচক ধারণা তৈরি

- কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সর্ম্পকে বিদ্যমান নেতিবাচক ধারণা দূর করতে এ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্থান সম্ভাবনা সর্ম্পকে সঠিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রচারণা করা যেতে পারে
- এ বিষয়ে প্রচারণা চালানোর জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে
- নারী, প্রতিবন্ধী, যুব এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কীভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে প্রচারণা চালানো অব্যাহত রাখা প্রয়োজন
- বিদ্যমান সামাজিক নেতিবাচক ধারণাকে বদলানোর জন্য ‘কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের চাকুরিতে বা স্ব-উদ্যোগী কর্মসংস্থানের জন্য ঋণপ্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে’ এমন একটি বিশেষ কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন

নীতিসহায়ক সুপারিশ

তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার বিস্তৃতি

- সময়ের সাথে বেড়ে চলা তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিবেচনায় কারিগরি শিক্ষায় এর ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন
- বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষাধারণা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রদান এবং সর্বোপরি সফল উদ্যোক্তাদের র্কাযক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন
- কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ, পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন
- চাকুরিপ্রাপ্তি, চাকুরি সংক্রান্ত বিদ্যমান প্ল্যাটফর্ম, স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে শিল্প-কারখানা, ব্যবসা সংক্রান্ত খবরাখবর ডিজিটাল মাধ্যমে সংগ্রহ ও সম্প্রচারে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন

ধন্যবাদ

সিপিডি'র কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে স্ক্যান করুন